নিত্যসিদ্ধ মহাত্মার দিব্যদর্শনে—শ্রীরামকৃষ্ণ লীলা

শ্রীবিষ্ণুপদ সিদ্ধান্ত ঠাকুর

(১৫)

রামকৃষ্ণদেব বললেন, ''পাষাণ মূর্ত্তির পুজো না করলে জীবন্ত মূর্ত্তির দর্শন হয় না; অনেক দিন ধরে এমন কি অনেক জন্ম ধরে পাষাণ দেবতার পুজো করলে, আসল মহাপুরুষের সঙ্গে দেখা হয়। সবই মায়ের লীলা। তা যাই বল বাপু, আমার গলার ব্যথাটা মাঝে মাঝে যে জেগে ওঠে, তাকে তো তোমরা ঘুম পাড়াতে পারলে না। এটা কি বরাবর থাকবে নাকি?''

ডাক্তার উত্তর দিলেন — ''আপনি হয়ত এখন নীলকণ্ঠ। মাঝে মাঝে নীলকণ্ঠের শক্তি যখন আপনার কণ্ঠে লীন হয়, তখনই হয়ত ব্যথা ভাবেন। শরীর ধারণ করে মরজগতে ওসব দেখাবার জন্যই আপনারা ব্যথার কথা বলেন। হয়ত অন্যের ব্যথা নিজের অঙ্গে পোষণ করেন। এক গাছের ছাল অন্য গাছে লাগাতে গেলেই ব্যথা আসবে।''

শ্রীরামকৃষ্ণদেব

রামকৃষ্ণদেব বললেন, ''তাই হয়ত হবে, যারা যত ভার বইতে পারে, মা তাদের ঘাড়েই তত বেশী ভার দেন। মা হয়ত অন্য প্রিয় ছেলেদের গলার ভার আমার গলায় ঝুলিয়ে দিয়েছেন, তা যাই বল বাপু, সোনার হার হলেও সময় সময়, তাতে আঁচড় কাটে।''

সারদাদেবী একটু ঝাঁঝের সুরে রামকৃষ্ণদেবকে উত্তর দিলেন — ''তোমার না হয় মা ভবতারিণী আছে, তুমি তাঁর কাছে সব কথার কৈফিয়ৎ পাও, সব কাজের নির্দ্দেশ পাও। পাষাণ ঠাকুরকে যা বোঝাও তাই বোঝেন, কিন্তু আমাদের মত জ্যান্ত ঠাকুরের পরামর্শ মত কি কোন কথা মেনে চলতে পার? ওঁরা স্বর্গ থেকে নেমেছেন পাষাণ হয়ে; ওঁরা নিজে খান না, আবার তাঁদের কাছে গেলে কাউকে খেতেও দেন না, ব্রত উপবাসের মাঝে রেখে সব খাওয়াই ঘুচিয়ে দেন। এ জগতের খাওয়া না খেলে, তোমার শরীর থাকবে কেমন করে? যে জগতের যেমন খাওয়া-পরা কাজকর্ম্মও হয় তেমনি ধরণের। স্বর্গকে মাটির জগতে নামালে, মাটির জগৎ আর রইল কোথা?''

রামকৃষ্ণদেব বললেন, ''তোমার কথাগুলিও আমার মা ভবতারিণীর মতই; মা-ও ঠিক তোমার মতই বলে থাকেন— 'মায়ের নামে যার পেট ভরা থাকে, তার আবার অন্য খাবারের দরকার কি? তুই দেখছি মাটির জগৎকে সুরস্বর্গ করে ছাড়বি'।''

সারদাদেবী নরম সুরে উত্তর দিলেন — ''তোমার ভবতারিণী মায়ের সব কথাই হেঁয়ালীতে ভরা, অমন জড়ান কথা কি করে যে তুমি বোঝ, তা বুঝতে পারি না। মায়ের কথা শুনে সবাইকে মা বলে প্রণাম পুজো করলে, তাঁর সৃষ্টির সৃষ্টি হবে কেমন করে? রামেরও পুত্র ছিল, কৃষ্ণের পুত্রকন্যা ছিল, কিন্তু রামকৃষ্ণদেবের কোন পুত্রকন্যা নেই, একি বেদনার কথা নয়?''

শ্রীশ্রীমা সারদা

রামকৃষ্ণদেব বললেন, ''ওসব কথা তোমার নিজের কথা নয়। মুখে শুনে তুমি এসব ঝগড়ার বাঁধ বাঁধছ। তোমার অন্তরের দিকে তাকিয়ে দেখ, তুমিও সেই আদ্যাজননীর হেঁয়ালীতে ভরা। রাম ও কৃষ্ণের অভেদ মিলনে সৃষ্টির সবই আমাদের ছেলে বলে গণ্য। মা-ই ভেদ আনে আবার মা-ই অভেদ আনে। সে সবে তোমারও হাত নেই আমারও হাত নেই। সবই মায়ের হাতে ধরা।''

সারদামণির সুর আরও নরম সুরে বেজে বলল— ''তা তুমি যা বলবে বলে যাও, কিন্তু আমার কথা শুধু এই মাটির জগতের কথা, তোমার মাটির প্রতিমার কথা নয়; গড়া প্রতিমারা হয়ত তাঁদের মনগড়া কথাই বলে যায়, আমরা এ জগতে বাস করে ওসব হেঁয়ালী কথা নিতে পারি না।''

রামকৃষ্ণদেব বললেন, ''দরকার কী বাপু আমার কথা নিয়ে? তুমি তোমার কথা নিয়ে থাক। আমি মায়ের কথা নিয়ে চলি। চলার পথে তুমি চলতে চাও কেন? মানুষ, নিজের নিজের পথে চললে ঝগড়া সৃষ্টি গড়ে ওঠে না।''

শ্রীমা, সহজ সুরে উত্তর দিলেন— ''কি করব বল? তোমাকে নিয়ে, না চললে আমিও অচল।

শ্রীরামকৃষ্ণ হাসি ছড়িয়ে বললেন— ''তাই বলছি, মা যা করান, তাই করে যাও তাতে কোন ঝগড়া-বিসংবাদের সৃষ্টি হবে না। ঐ দেখ গিরিশ এসেছে, এক কাপ চা করে দাও, আর চিনি যদি না থাকে তো ঐ নৈবেদ্যর চিনি দিয়েই গিরিকন্যার পুত্রের পুজো কর। সারদা হাসিমুখে ইশারায় জানালেন -''চিনি আছে কিন্তু চায়ের পাতাগুলো পুরোনো। একবার তাকে গরম জলে ফেলা হয়েছিল, সেইগুলো আবার শুকিয়ে রেখেছি, সেই বাসি পাতাগুলো কি তার কাজে আসবে?''

শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ

এ কথায় গিরিশ বেদনা পেয়ে চোখের জল ফেলতে ফেলতে উঠে বলল - ''আমি এখনই চায়ের পাতা কিনে আনছি, আমারই শিক্ষা, আমি চা খাই, অথচ চায়ের যোগাড় এনে ওসব দিই না, ছেলেরা এনে না দিলে মা কোথায় পাবেন? আপনার জল গরম হতে না হতেই আমি এসে পড়ব''—

শ্রীমা সহজ সুরে উত্তর দিলেন— ''তা কর বাপু নইলে বেলপাতার চা খাইয়ে দেবো— একটু কষা লাগে কিন্তু উপকারিতা অনেক বেশী।''

গিরিশ যাবার মুখে বলে গেল— ''না মা! ওসব ওঁদের জন্য, ওঁরা খাস হিমালয়ের জিনিষ খেতে পারেন আমরা সেই হিমালয়ের পায়ের কাছে যে দার্জিলিংএ চায়ের পাতা জন্মায় তাই খেয়ে থাকি। অতদূরে উঠলে সবাই যে এক হয়ে যাবে। আমি এখনই আসছি।''

রামকৃষ্ণদেব আপন মনে বলে যেতে লাগলেন— ''যা আমাদের নিত্য দরকারের নয়, তার ওপরে নজর রাখা দরকার। চায়ের নেশা আমারও নেই, তোমারও নেই অথচ অন্যের জন্য যুগিয়ে রাখতে হয়। ভগবানের নিজের যেমন অর্থের দরকার নেই, কিন্তু ভক্তের জন্য ব্যবস্থা করতে হয়, সংসারের মধ্যেও তাই। নানান্ ছেলের জন্য রুচি অনুসারে বাপ-মায়েদের যেমন নানান রকম খাদ্যের বা তরকারীর ব্যবস্থা করতে হয়, জগন্মাতার অবস্থাও তাই।''

শ্রীমা মিষ্টি সুরে উত্তর দিলেন— ''তোমার বিশ্বজননীও চাইবা মাত্র দেন না, প্রার্থনা করবার অনেকদিন পরে হয়ত তা পূর্ণ হয়। তিনিও সময় নেন। আমরাই বা কেমন করে জানব যে আজই গিরিশ আসবে? রোজই হয়ত আসে কিন্তু বাইরে থেকেই চলে যায়—চায়েরও দরকার হয় না।''

রামকৃষ্ণদেব বললেন, ''বিশ্বজননীর সঙ্গে তোমার দেখছি খুবই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রয়েছে। তিনিও যে প্রার্থনা করতেই পূর্ণ করেন না, এ কথাও বেশ জানা আছে। কিন্তু আমি কি জানি বলব?— মানুষের প্রার্থনা অন্তর থেকে হয় না বলেই, তা পূর্ণ হয় না। আকুলতা ব্যাকুলতার ডাক কখনও ব্যর্থ হয় না। যে ডাকে শুধু ঢাক বাজে, তাতে কানে ব্যথাই জাগে কিন্তু যে ডাকের ব্যথায়, বাঁশী বেজে ওঠে, তাতে বিশ্বজননী জেগে ওঠে।''

সারদা মা বললেন, ''সে ব্যাকুলতা তো ভবতারিণী না দিলে আসে না। মানুষ ইচ্ছে করে কাঁদতে পারে না। মায়ের নামে তোমার চোখে যত জল আসে আবার যত শীঘ্র আসে, আমার চোখে তা আসে না কেন? সবই তাঁরই দেওয়া। পূর্ব্বজন্মে হয়ত অনেক দিয়েছ তাই এ জন্মে পেয়েছ। গিরিশের চা-পানি দরকার, সুতরাং সেই এনে দেবে। যার যা দরকার, তাই দিয়ে পুজো করতে হয়, নইলে মা-ই বা বুঝবে কেমন করে?''

রামকৃষ্ণদেব ব্যাকুলভরে কাঁদতে কাঁদতে শ্রীমার পায়ে ঢক করে একটি প্রণাম করে বলে উঠলেন—''আজ দেখছি স্বয়ং ভবতারিণী তোমার অঙ্গে ঢুকে কথা কইছে—নইলে এমন পাকা কথা কোথা থেকে আসে?''

ঠিক এই সময়ে গিরিশ এক সের চায়ের পাতা হাতে করে হাজির হল এবং শ্রীমাকে অন্নপূর্ণারূপে দর্শন করে হতভম্ব হয়ে কেঁদে শ্রীমার চরণে গড়িয়ে পড়ল।

চায়ের পাতাগুলো চারিদিকে তিল ছড়ানোর মত ছড়িয়ে পড়েছে, রামকৃষ্ণদেবের চোখের পাতা যেন, চায়ের পাতাগুলোর মতই কেট্‌লীর জলে পড়েছে। শ্রীমার অভয় ডান হাতখানি গিরিশের মাথায় উপুড় হয়ে পড়াতে মনে হচ্ছিল, শ্রীমা যেন কেটলীর জল কাপে ঢালছেন। এমন অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখবার সুযোগ ঘটল বিবেকানন্দের। মুহূর্ত্তের মধ্যে এইসময়, বিবেকানন্দ সেইখানে উপস্থিত হয়েই ধীরে

এবং নিস্তব্ধে বসে পড়ল এবং চোখের জল ফেলতে ফেলতে স্নিগ্ধ-করুণ-সুরে গেয়ে উঠল—

''মা তোর, কোন দেশী বিচার!
কারে বা তুই কোলে নিস মা,
কারওে করিস ঘরের বার;
এ তোর কোন দেশী বিচার!
অন্নপূর্ণা — যদিও মা তুই,
কেন অন্য কথা গেয়ে মা শুই।
ওগো। দে'মা অন্ন ঘরে ঘরে।
রাখিস না তোর, এ বাছ বিচারে;
মা তোর কোন! দেশী বিচার!''

গানের মোহে বিবেকানন্দের কোঁচড়-ভরা আলু ও চাল ঐ চায়ের পাতার মতই চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। শ্রীমা সেগুলো কুড়োতে কুড়োতে বলে যেতে লাগলেন—''আজ কি কাণ্ড বলত? সবাই দেখছি মায়ের নামে গড়িয়ে পড়ছে আর সঙ্গে সঙ্গে তাদের আনা জিনিষগুলোও পূজার নৈবেদ্যর মত ছড়িয়ে পড়ছে। ঐ দেখ, আমি তোমায় বলেছিলুম না? ওরা না দিলে কেমন করে পাবে?''

রামকৃষ্ণদেব চোখের জল মুছতে মুছতে বলতে লাগলেন— ''আমার কিন্তু চোখের জল ছাড়া আর কিছু দেবার নেই''—

শ্রীমা চোখ মুছে স্নিগ্ধসুরে উত্তর দিলেন— ''অমৃত দিয়ে যারা পুজো করে তারা চির অমর হয়ে থাকে।''

....ক্রমশঃ